ত্র ও জাদুকর
বালরাজু নামে এক রাজকুমার একদিন প্রাসাদের বাইরে খেলছিল ...
... সে এক মহিলাকে মাথায় কলসী নিয়ে যেতে দেখল
দেখি তো আমার টিপ কেমন।
ঠকাস্
ও তুমি! ঠিকই তো, যে ছেলের বাবা নেই তার কাছে এর থেকে ভাল কিছু আশা করা যায় না।
কি বললে?
আ.. আমি.. কিছু না! কিছু না
তুমি আমার বাবার সম্পর্কে কি যেন বললে!
না! না!

বালরাজু দৌড়ে প্রাসাদে ফিরে এল।
মা! মা!
কি হয়েছে, পুত্র?
আমার বাবা কোথায়?
তুমি এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ?
আমি জানতে চাই। দয়া করে বলো আমার বাবা কোথায়?
আমার মনে হয় কিছুদিন আগেই হোক বা পরেই হোক এক দিন তোমাকে বলতেই হবে। শুধু তোমার বাবার কথাই না। তোমার মা'র কথাও।
আমার মা?
তোমার মা, বাল নাগম্মা, আমার ছোট বোন। আমরা সাত বোন, আমাদের সাত রাজপুত্রের সঙ্গেই বিয়ে হয়।
"একদিন আমাদের স্বামীরা একটা বিদ্রোহ দমন করতে আমাদের রেখে রাজ্যের দূর প্রান্তে পাড়ি দিল।
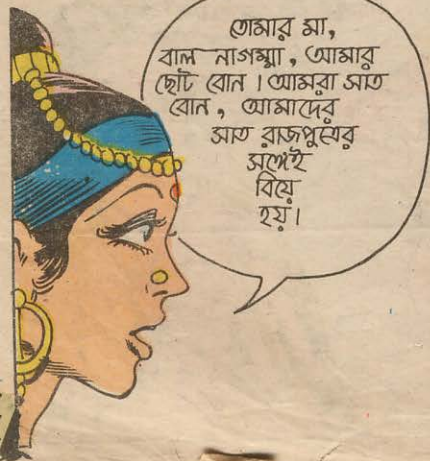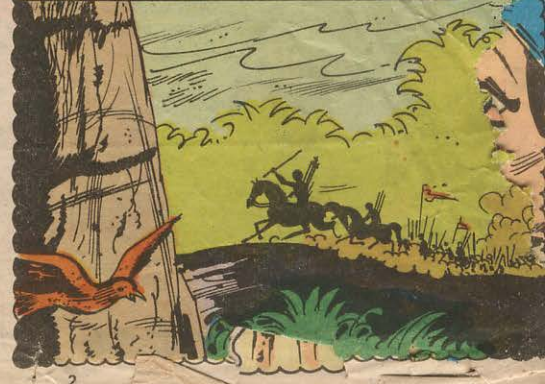
" ওরা যাবার পরই তোমার জন্ম "
ইশ ! কি সুন্দর শিশু !
এই সময় যদি ওর বাবা এখানে থাকত।
" রাজপুত্তরা চলে যাওয়াতে প্রাসাদে যে দুঃখের ছায়া নেমে এসেছিল, তোমার আবির্ভাবে তা দূর হল। "
" কিন্তু সাতদিন পরে একটা দুষ্টু লোক রাজপ্রাসাদে এল। "
" সে ছিল যাদুকর। যখন সে তোমার মা'কে দেখল — "
তোমার রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে।
আমাকে বিয়ে করো!
আমি বিবাহিতা। তুমি দয়া করে চলে যাও।
ঠিক আছে তবে তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।
সে.. সে বালনাগাম্মাকে একটা কুকুরে পরিণত করল। যেহেতু সে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি।

দাঁড়াও! এর কোন প্রয়োজন নেই, তারা দুজনেই হয়ত মারা গেছে!
ব্যাপার কি?
আ - আমি বালনাগাম্মার কথা বলেছি।
বোনেরা বালরাজুকে বাড়িতে আটকে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করল।
দয়া করে আমাদের ছেড়ে চলে যেও না।
আমরা আমাদের স্বামীদের হারিয়েছি। বোনকে হারিয়েছি। শুধু তুমি আমাদের ভরসা।
তাছাড়া, তুমি এখনও নিতান্তই নাবালক!
সেই জাদুকরটা শক্তিশালী আর নিষ্ঠুর।
আমাকে আটকাবার বৃথা চেষ্টা ক'রো না। দয়া করে আমাকে যেতে দাও।
সে অপ্রতিরোধ্য, তাই বোনেরা শেষপর্যন্ত তাকে যেতে দিল।
বালরাজু তার উদ্দেশ্য সাধনে বেরিয়ে পড়ল।

কিছুদিন পরে—
কি জানি এটা কোন্ রাজ্য!
আশ্চর্য! রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য... কোন প্রাণীর চিহ্নই নেই।
যাক, অবশেষে একজনের দেখা পেলাম।
ও ঠাকুমা, দাঁড়াও! লোকজন সব কোথায় গেল?
কি হচ্ছে এখানে? কোথাও কোন লোকজন নেই কেন?
একটা বিরাট মানুষখেকো বাঘ রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছে। রাজা যত লোকজন পাঠিয়েছে তাদের সবাইকে খতম করেছে।
গ-র্‌র্‌র্
ওই যে সে! তাড়াতাড়ি ভেতরে এসো!

বালরাজু বাঘটাকে খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে সে একটা প্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

বালরাজু বাঘটার লেজ আর থাবাগুলো কেটে ফেলল ...
... তারপর সেই বুড়ির বাড়িতে ফিরে গেল।
এক রজক পরদিন সকালে যখন প্রাসাদে যাচ্ছিল, তখন বাঘটিকে দেখতে পেল।
একি, এই তো সেই মানুষখেকো বাঘটা!
ওটা নিশ্চয় বদহজম বা অন্য কিছুতে মারা গেছে। কি সৌভাগ্য আমার!
রজকটি দৌড়ে প্রাসাদে এল।
মহারাজ, এখন থেকে আর কারো বাঘের ভয় নেই।
আমি এইমাত্র ওটাকে দেখলাম, আর দেখামাত্রই পিটিয়ে মেরে ফেললাম।
একাজ তুমি করলে?
আমি ওটাকে পিটিয়ে মেরেছি। দেহটা বাইরে পড়ে আছে, দেখুন।

বাঘটাকে ভেতরে আনা হলো আর সবাই রজকের বীরত্বের কথা ভেবে বিস্মিত হল।
ও আমাদের বড় বড় যোদ্ধাদের হার মানিয়েছে।
তুমি রাজ্যের অনেক উপকার করেছ। তুমি তার জন্য পুরস্কৃত হবে।
দাঁড়াও বাবা!
তাই তো বাঘের লেজটা আর থাবাগুলো কোথায় গেল?
আ..আমি..
থাবা আর লেজ?
ওকে জিজ্ঞেস করো তো বাঘের থাবাগুলো আর লেজটার কি হলো?
আমি বলছি, ওগুলো একটা ছেলের কাছে।
একটা ছেলে?
হ্যাঁ! আমি কাল রাতে আমার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখেছিলাম। বাবা, আমি সেই লোকটাকে দেখেছি যে বাঘটা মেরেছে। সে একটা ছেলে।

আমি আমার এক সখিকে ওর পেছনে পাঠিয়েছিলাম, ও কোথায় থাকে দেখতে।
এটা কি সত্যি?
আ..আমি...
আমায় ক্ষমা করুন, মহারাজ।
ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এসো।
বালরাজুকে প্রাসাদে নিয়ে আসা হলো।
তুমিই কি সেই, যে বাঘটাকে হত্যা করেছে?
হ্যাঁ, মহারাজ।
এই যে তার লেজ আর থাবা।
আমি বুঝতে পারছি, তুমি কোন সাধারণ ছেলে নও।
তুমি এখানে থাকো এবং আমার মেয়েকে বিয়ে করো।
মহারাজ, আমি ধন্য হলাম। কিন্তু...

...আমি এখানে থাকতে পারব না। আমি এখন জাদুকরের রাজ্যে যাচ্ছি আমার বাবা মা-কে খুঁজে বার করতে।

তবে আমি ফিরে এসে রাজকন্যাকে নিশ্চয় বিয়ে করব।

তারপর বালরাজু সেই রাজা আর তার প্রজাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাত্রা শুরু করল।

অনেকদিন চলার পর সে আরেক রাজ্যে পৌঁছল। একদিন রাতে সে যখন মুক্ত আকাশের নীচে ঘুমোচ্ছে —

গ-র-র ... ও-ও-ল

বন্য জন্তু!

তার ঘা-টা বেড়ে গেছে। কোন কিছুই আর তাকে বাঁচাতে পারবে না।
তুমি ভুল বলছ। রাজকুমারীকে সারানো খুব সহজ।
কেউ যদি এক বিশেষ ধরণের পাতা বেটে সেই ঘায়ে লাগায় তাহলেই হবে।
কি পাতা?
সঞ্জীবনী গাছের পাতা। এই গাছ ঐ মন্দিরের চূড়ায় জন্মায়।
ওহ!
কিন্তু কথাটা তুমি নিজের মধ্যে রেখো, এটা অত্যন্ত গোপনীয়।
তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারো।
পরদিন ভোরবেলা বালরাজু প্রাসাদে গেল।
মহারাজ আমার কাছে কিছু ওষুধ আছে যা রাজকুমারীকে সারিয়ে তুলতে পারে।
সেটা একটা বিশেষ পাতার তৈরী মলম।
আমি ওষুধের ওপর ভরসা হারিয়েছি তুমি চলে যাও।

কিন্তু যেই বালরাজু চলে যেতে উদ্যত হল —
দাঁড়াও!
আমি জানি ওতে কোন কাজ হবে না। তবুও...
আমার সঙ্গে এসো। তোমাকে রাজকুমারীর ঘরে নিয়ে যাই চলো।
রাজকুমারীর ঘর ডাক্তার বদ্যিতে পূর্ণ।
মহারাজ, রাজকুমারীর জন্য আমরা আর কিছুই করতে পারছি না।
তাহলে এই ছেলেটিকে যেতে দাও।
বালরাজু মলমটা বার করল...
... তারপর সেটা ঘায়ে লাগিয়ে দিল।
তখনই —
সে আড়মোড়া ভাঙছে!
চোখও খুলছে!
তুমি অদ্ভুত কাজ করলে।
তোমাকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমার জানা নেই। তুমি কি চাও বলো।
আমি কিছুই চাই না মহারাজ।

আমি এখন জাদুকরের রাজ্যে যাচ্ছি আমার বাবা মা-র খোঁজ করতে। তাই আমি এখন উপহারের বোঝা নিতে চাই না।

তারপরই, রাজপুত্র আবার তার যাত্রা শুরু করল। বহুদিন পরে—

একটা দুর্গ!

এটা কি তবে জাদুকরের?

সে সাবধানে এগিয়ে গেল।

পাথরের মূর্তি!

তারা এখানে কি করছে? ওদের কিরকম যেন মনে হচ্ছে।

এ জায়গাটা ভাল নয়। তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালাও!
কেন?
বাছা কোন প্রশ্ন ক'রো না। এমনিই চলে যাও।
ঠাকুমা, আমি ক্ষুধার্ত।
তাহলে চলে যাবার আগে আমার বাড়ি এসে খেয়ে যাও।
কিছুক্ষণ বাদে —
ভাতের ফ্যান কখনও এত সুস্বাদু লাগেনি তো।
ঠাকুমা, তুমি কার জন্য এই মালা গাঁথছ?
ওই প্রাসাদের একটি মেয়ের জন্য।

ভীষণ দুঃখী মেয়েটা! প্রায় বারো বছর হলো জাদুকর তাকে এখানে এনেছে ..
কী হল তোমার?
না..না কিছু না।
সবাই বলে সে তাকে একটা কুকুর রূপে এনেছিল।
অবশেষে আমি মা-কে খুঁজে পেয়েছি।
কে.. কেমন আছে সে?
কে, সেই মেয়েটা? এই অবস্থা থেকে তার মরে যাওয়া ভাল।
দিনরাত সে তার স্বামী আর পুত্রের কথা ভেবে কাঁদে।
তার স্বামীর কি হল?
জাদুকর তাকে আর তার ভাইদের পাথরে পরিণত করল।
পাথর?
সেই মূর্তিগুলো! আমার বাবা আর কাকারা!

বাছা, তোমার কী হল? তুমি কি অসুস্থ?
না! না! ঠাকুমা তুমি আমাকে এখানে থাকতে দেবে?
আমি তোমাকে মালা গাঁথতে সাহায্য করব। আমি ও কাজ ভাল পারি।
ঠিক আছে। আমি তোমার সাহায্য নিয়েও করতে পারব।
বালুবাজু তক্ষুনি কাজ করতে লেগে গেল। কম্পিত হস্তে সে তার মায়ের জন্য এক-খানি মালা গাঁথল।
এটা ওই মহিলাকে দিও।
বাঃ! কি সুন্দর!
আমি এটা তাকে দেবো। তবে আমার মনে হয় না সে নেবে।
এই ক-বছরে সে একটাও গ্রহণ করে নি। সে জাদুকরের কাছে কিছুই চায় না।
বৃদ্ধাটি মালা নিয়ে দুর্গের ভিতরে গেল—
ওগো সুন্দরী!

ওগো বধূ, আজ তোমার জন্য একটা সুন্দর মালা এনেছি... দেখ!

মালার বদলে হতভাগাটা আমাকে মরার জন্য একটা দড়ি পাঠাতে পারে তো।

?

ওই ফুলগুলোর মধ্যে কি একটা জ্বল জ্বল করছে।

এদিকে বালরাজু বুড়ির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। তাকে আসতে দেখেই—
সে কি মালাটা গ্রহণ করেছে?
ন-- না।
বাছা রেগে যেও না। আমাদের সহানুভূতি তার প্রাপ্য। তার আর কিছু-দিন সময় মাত্র হাতে আছে।
তার মানে?
যখন জাদুকর তাকে এনেছিল সে তাকে বিয়ে করতে রাজী হয়নি।
কিন্তু যখন সে বুঝল যে তাকে জোর করে লোকটা বিয়ে করবে, সে তাকে বারো বছর পর বিয়ে করতে রাজী হল।
বারো বছর প্রায় শেষ হতে চলল। আর মাত্র কয়েকদিন বাকী আছে।
তাহলে আমাকে তাড়াতাড়ি কিছু করতে হবে।
পরদিন সকালে বুড়ি যখন প্রাসাদে গেল সে আশ্চর্য হয়ে দেখল বালনাগাম্মা তার জন্য অপেক্ষা করছে।
তুমি কি আমার জন্য মালা এনেছ?
হ্যাঁ গো, মেয়ে!
এই যে!

ওহ্ কি সুন্দর ! কে বানিয়েছে এটা ?
একটা ছেলে গো, মেয়ে।
তার নাম কি ? বয়স কত ?
আমি ওর নাম জানি না। তবে মনে হয় ওর বয়স বারো।
তাকে কি রকম দেখতে ? সে কি লম্বা ?
হ্যাঁ, লম্বা, বলিষ্ঠ এবং সুন্দরও।
ধন্যবাদ, তুমি যেতে পারো।
আজ এর কি হল ?
বুড়িকে স্তম্ভিত করে বাল-নাগাম্মা দ্রুতবেগে অন্দরমহলে চলে গেল...
... তাড়াতাড়ি মালাটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।
সে একটা চিঠি পাঠিয়েছে!
"মা আমি এখানে এসেছি তোমাকে উদ্ধার করতে... যদি তুমি জাদু-করকে শেষ করবার উপায়টা জানাতে পার..."
হে প্রিয়তমা তুমি কি করছ ?

তুমি !
হ্যাঁ, আমি ! মনে করিয়ে দিতে এসেছিলাম যে আমাদের বিয়ের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি আছে।
ওকে কিভাবে শেষ করা যায় তা আমাকে খুঁজে বার করতে হবে।
আমার ভয় লাগে।
কিসের ?
তুমি আমার স্বামীকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছ। যদি তোমাকেও কেউ নিয়ে যায়।
তুমি আমার জন্য চিন্তিত ? হাঃ-হাঃ-হা!
কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না!
কি করে তুমি এত নিশ্চিন্ত হচ্ছ ? তুমি আমাকে সে কথা বলো তাহলে আমি মনে শান্তি পাব ।
আমার প্রাণ একটা টিয়া পাখির মধ্যে আছে, যতক্ষণ সে ঠিক আছে আমার কিছুই হবে না।

আর সেটা সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে। সেটার বাসা সাত জঙ্গল সাত নদীর পারে একটা নির্জন দ্বীপে।
তোমার মনকে শান্তি দিতে আমি সবসময় তোমার পাশে থাকব। হা-হা-হা।
পরদিন সকালে বুড়ি যখন দুর্গের ভেতর থেকে ফিরল —
মেয়েটি তোমার জন্য মিষ্টি পাঠিয়েছে।
তার অশেষ দয়া!
তার বোধ হয় তোমাকে খুব ভাল লেগেছে।
এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন চিঠি আছে।
হ্যাঁ, এই তো এখানে সেটি।
" যতক্ষণ সাত জঙ্গলে, সাত নদীর পারে একটি দ্বীপে একটি টিয়া পাখি নিরাপদে থাকবে, ততক্ষণ সেও জীবিত থাকবে..."
... হে পুত্র,... সাবধান...
ঠাকুমা, আমি চললাম!
কোথায়?

একটা টিয়া পাখি ধরতে!
?
সাত জঙ্গল আর সাত নদী পার হতে আমার অনেক সময় লাগবে...
..আর আমার মা-র মাত্র কয়েক দিন সময় আছে। কি করি আমি?
তখনই সে ওপর দিকে তাকাল...
... দেখল একটা সাপ ঈগলের বাসার দিকে এগোচ্ছে।
সাপটা ডিমগুলো সাবাড় করবে।
ঠকাস্
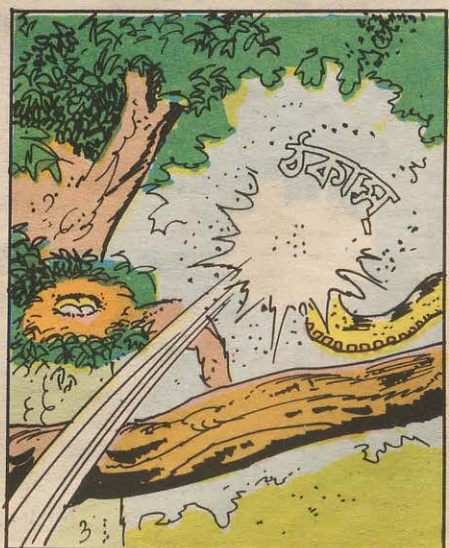
যেই সাপটা পড়ে গেল অমনি দুটো ঈগল নেমে এল।
ঘটনাটা আমরা দেখলাম, তুমি না থাকলে সাপটা আমাদের ডিমগুলো খেয়ে ফেলতো।
তোমার জন্য আমরা কি কিছু করতে পারি?
হ্যাঁ, নিশ্চয় পারো!
তখনই —
আমাদের অনেক পথ যেতে হবে!
ঈগল দুটি বালরাজুকে সাত জঙ্গল সাত নদী পেরিয়ে সেই নির্জন দ্বীপে নিয়ে এল।
ওই যে টিয়াপাখিটা, যাকে তুমি খুঁজছ!

পেয়েছি !

সেই মুহূর্তে জাদুকরের প্রাসাদে—

আহ্--হ্

কেউ আমাকে ধরে ফেলেছে। আর্-র্-র্গ্

এত ছট্ফট্ করো না। পালাতে তুমি পারবে না !

এবার জাদুকরের সঙ্গে মোকাবিলা করার পালা।

পুত্র!

মা!

আমার আদরের বাছা!

টিয়া পাখিটা ছেড়ে দাও নাহলে তোমায় পাথর বানিয়ে দেবো।

আমি তো বাবা কাকাদের ছেড়ে যেতে পারি না।
তাদেরও নিয়ে যাও!

আমি তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছি। এবার পাখিটা আমাকে দাও।
আগে আমাকে বাবার সঙ্গে দেখা করতে দাও।

বালনাগাম্মা, তার স্বামী, পুত্র ও দেওরদের সঙ্গে বারো বছর পর মিলিত হল।
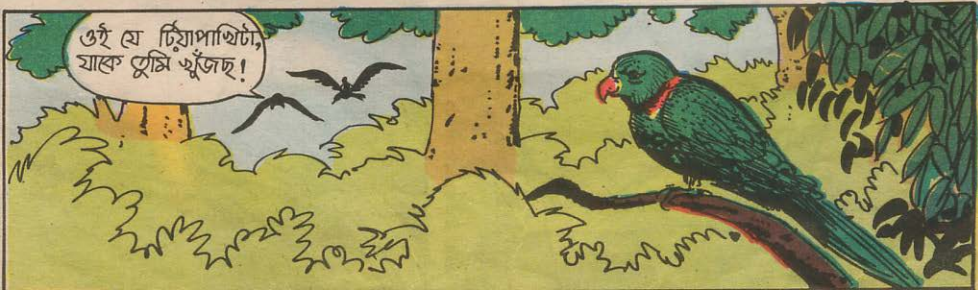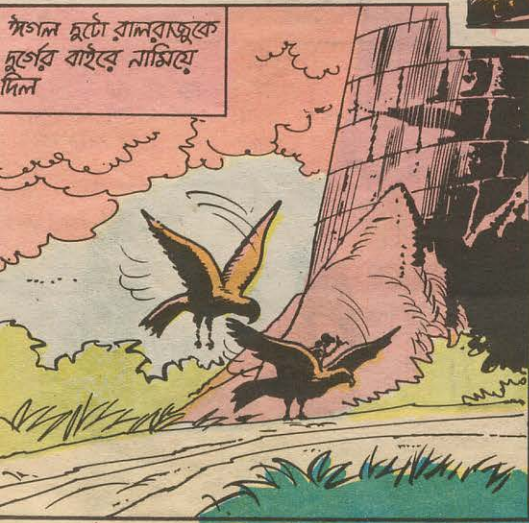
তুমি যেমন আমার মা'কে এখানে এনেছিলে, এবার তুমি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে ... অবশ্যই পালকিতে করে।
ও জাদুদণ্ডটা পেয়ে গেছে! আমি এবার গেলাম!
তুমি যা বলবে আমি তাই করব। আমাকে তুমি ঠিক হয়ে দাঁড়াতে দাও।
বালরাজু যে বৃদ্ধার কাছে থাকত তার কাছ থেকে বিদায় নিল...
... তারপর সে তার বাবা মা ও কাকাদের নিয়ে বাড়ির দিকে চলল।
পথে যেতে যেতে বালরাজু আবার তাদের সঙ্গে নতুন করে আলাপ করল, যাদের সঙ্গে তার আগে দেখা হয়েছিল।

শেষপর্যন্ত —

অবশেষে বাড়ি পৌঁছলাম! দীর্ঘ বারো বছর পর।

এই তো বালনাগাম্মা আর আমাদের স্বামীরা।

যেই না জাদুকর লাফিয়ে পাখিটা ধরতে গেছে—
শ্‌-উ-শ্‌!
বেচারা পাখি..কিন্তু এ ছাড়া কোন উপায় ছিল না!
চলো পুত্র, এবার যাওয়া যাক। ও আর কাউকে বিরক্ত করবে না।